প্রস্তাবিত জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৭

Bangladesh Sports Council Act 1974 সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন রহিতক্রমে এতদসংক্রান্ত আইন পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত

যেহেতু বাংলাদেশের ক্রীড়া উন্নয়ন ও প্রবিধানকরণ এবং ক্রীড়া কর্মকান্ডের সমন্বয়সাধন ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি পরিষদ গঠন করা সমীচীন;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল ঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন ঃ (১) এই আইন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।
(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।
২। সংজ্ঞাঃ বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে;
(ক) 'পরিষদ' অর্থ অনুচ্ছেদ ৩ অধীন গঠিত জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ;
(খ) 'সাধারন পরিষদ' অর্থ অনুচ্ছেদ ৫ (১) এর অধীন গঠিত সাধারন পরিষদ;
(গ) 'চেয়ারম্যান' 'ভাইস-চেয়ারম্যান' 'সচিব' এবং 'কোষাধ্যক্ষ' অর্থ যথাক্রমে পরিষদ এর চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, সচিব ও কোষাধ্যক্ষ;
(ঘ) 'কার্যনির্বাহী কমিটি' অর্থ অনুচ্ছেদ ১১ (১) এর অধীন গঠিত কার্যনির্বাহী কমিটি;
(ঙ) 'ক্রীড়া সংস্থা' অর্থ জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে গঠিত ফেডারেশন, এ্যাসোসিয়েশন , বোর্ড ও অন্যান্য সংস্থা;
(চ) 'জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা' অর্থ ক্রীড়া পরিচালনার জন্য তফসিলে উল্লেখিত সংস্থা সমূহ ;
(ছ) 'স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থা' অর্থ পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা;
(জ) 'ক্রীড়া' অর্থ এক ধরনের মনোদৌহিক ক্রিয়া যাহা মন, দেহ ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষসাধন, শৃঙ্খলাবদ্ধ, উন্মুক্ত, ঐচ্ছিক, পেশাদারিত্বপূর্ণ অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এবং যাহা বিধি অথবা প্রথা দ্বারা পরিচালিত এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, সরকার যেই সকল খেলাধূলাকে ক্রীড়া হিসেবে ঘোষণা করিবে, তাহাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;
(ঝ) 'বিধি' ও 'প্রবিধান' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধান;
(ঞ) 'তফসিল' অর্থ এই আইনের শেষ ভাগে বর্ণিত ক্রীড়া সংস্থা সমূহের তালিকা।
৩। পরিষদের গঠন ও সংহতকরণ ঃ
(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব উক্ত আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নামে একটি পরিষদ গঠন করিবে।
(২) পরিষদ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং সরকাররে পূর্বানুমোদনক্রমে ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে। পরিষদ স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে। পরিষদের অধীন একটি সাধারন পরিষদ ও একটি কার্যনির্বাহী কমিটি থাকিবে।
৪। পরিষদের কার্যাবলি ঃ (১) দেশের ক্রীড়া উন্নয়ন এবং ক্রীড়া কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন;
(২) পূর্ববর্তী বিধানের সার্বজনীনতা ক্ষুন্ন না করিয়া কার্যনির্বাহী কমিটির সুনির্দিষ্ট কার্যাবলি-
(ক) পরিষদের আয় ও ব্যয় যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ করা;
(খ) অনুশীলন কেন্দ্র স্থাপন এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে সকল পর্যায়ের প্রশিক্ষক, রেফারী, পুষ্টিবিদ, ফিজিও, ক্রীড়া চিকিৎসক ও ক্রীড়াবিদদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
(গ) ক্রীড়া সংস্থার নিকট তহবিল, অনুদান ও সহায়ক তহবিলের বরাদ্দ এবং তদন্তকল্পে উহাদের নিরীক্ষিত হিসাব তলব করা;
(ঘ) বিদেশগামী ক্রীড়াদল এবং সহগামী কর্মকর্তাগণের তালিকা অনুমোদন করা;
(ঙ) স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থা ব্যতিত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক্রীড়া সংস্থাসমূহের স্বীকৃতি প্রদান এবং ক্রীড়ার উন্নতি সাধনের স্বার্থে যেইরূপ নির্দেশনা প্রদান করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিবে সেইরূপ নির্দেশনা প্রদান করা;
(চ) নবসৃষ্ট বিভাগ, জেলা ও উপজেলা সয়ংক্রিয় ভাবে পরিষদ কর্তৃক স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থা হিসাবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হইবে;
(ছ) আন্তর্জাতিক ক্রীড়া এ্যাসোসিয়েশন, ফেডারেশন বা অনুরূপ কোন সমিতিতে জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার স্বীকৃতি বিবেচনা ও অনুমোদন করা;
(জ) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার প্রদানে জন্য ব্যক্তি (ক্রীড়াবিদ/সংগঠক ও অন্যান্য)/সংস্থা নির্বাচন করা;
(ঝ) ক্রীড়া সংস্থাসমূহের জন্য অনুদান প্রদান;

(ঞ) বিভিন্ন ক্রীড়া স্থাপনা যেমন-স্টেডিয়াম, ব্যায়ামাগার, সুইমিংপুল, খেলার মাঠ এবং প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন কেন্দ্রসমূহের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ট) অসচ্ছল ক্রীড়াবিদদের আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান;

(ঠ) ক্রীড়া ও ক্রীড়াবিদদের তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা এবং ক্রীড়া বিষয়ক সাময়িকী, পুস্তিকা ও অন্যান্য বিষয়ক প্রকাশনা;

(ড) বাংলাদেশের জাতীয় ঐতিহ্য ও এতদঞ্চলের অধিবাসীদের যাপিত জীবনের বিবর্তনের ধারা বহনকারী হিসেবে লোকজ ক্রীড়া চর্চা ও এর পৃষ্ঠপোষকতা এবং বহির্বিশ্বে তা প্রচার ও প্রসারে বিভিন্ন প্রীতি ও প্রতিযোগিতামূলক আসর আয়োজন।

(ঢ) প্রয়োজনে পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত সংস্থাসমূহের জন্য আদর্শ গঠণতন্ত্র প্রনয়ন, নতুন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সংস্থার গঠনতন্ত্র অনুমোদন এবং বিদ্যমান সংস্থার সংশোধিত গঠণতন্ত্রের অনুমোদন প্রদান;

(৩) এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্য।

৫। সাধারন পরিষদ গঠনঃ (১) সাধারন পরিষদ নিম্নবর্ণিত সদস্যবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) চেয়ারম্যান,

(খ) ভাইস-চেয়ারম্যান,

(গ) সিনিয়র সচিব/সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,

(ঘ) সিনিয়র সচিব/সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়,

(ঙ) সিনিয়র সচিব/সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়,

(চ) সিনিয়র সচিব/সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,

(ছ) সিনিয়র সচিব/সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,

(জ) সিনিয়র সচিব/সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়,

(ঝ) সিনিয়র সচিব/সচিব, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়,

(ঞ) সিনিয়র সচিব/সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়,

(ট) সিনিয়র সচিব/সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়,

(ঠ) সিনিয়র সচিব/সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়,

(ড) সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ,

(ঢ) সভাপতি, বাংলাদেশ অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশন,

(ণ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি),

(ত) পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর,

(থ) তফসিলে উল্লেখিত সংস্থাসমূহের সভাপতি/সাধারন সম্পাদকগণ,

(দ) বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদকগণ এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহের একজন করিয়া প্রতিনিধি যাহারা স্ব-স্ব সংস্থা কর্তৃক মনোনীত হইবেন,

(ধ) প্রতিনিধি, সেনা বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রন বোর্ড,

(ন) প্রতিনিধি, বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রন বোড,

(প) প্রতিনিধি, নৌ-বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রন বোর্ড,

(ফ) প্রতিনিধি, পুলিশ বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রন বোর্ড,

(ব) প্রতিনিধি, রেলওয়ে ক্রীড়া নিয়ন্ত্রন বোর্ড,

(ভ) প্রতিনিধি, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ক্রীড়া নিয়ন্ত্রন বোর্ড,

(ম) প্রতিনিধি, আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রন বোর্ড,

(য) প্রতিনিধি, আন্তঃবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রন বোর্ড,

(র) প্রতিনিধি, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রন বোর্ড,

(ল) সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ,

(শ) পরিচালক (সকল) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।

(২) উপ-ধারা (৩)এর বিধানাবলি সাপেক্ষে পদাধিকারবলে মনোনীত সদস্য ব্যতীত, সাধারন পরিষদ এর অন্যান্য সদস্যদের কার্যকাল ০৪ (চার) বৎসর হইবে;

(৩) মনোনয়নের ভিত্তিতে সাধারন পরিষদ এর সদস্য মনোনয়ন প্রদানকারী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাহারযোগ্য হইবেন এবং এইরূপ প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে সাধারন পরিষদে তাহার সদস্য পদের অবসান ঘটিবে।

১৩। সাধারন পরিষদ ও কার্যনির্বাহী কমিটির সভা ঃ বৎসরে অন্তত একবার সাধারন পরিষদের সভা এবং কমপক্ষে ৩ মাস অন্তর কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে। এক মাসের নোটিশে সাধারন পরিষদের সভা ও সাত দিনের নোটিশে কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে। উভয় সভার কোরাম এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে হইবে। তবে মূলতবি সভার জন্য কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

১৪। পরিষদের কর্মচারী নিয়োগ ঃ

পরিষদের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং পরিষদের কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলী প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৫। পরিষদের তহবিলঃ (১) ক্রীড়া পরিষদ তহবিল নামে পরিষদের একটি তহবিল থাকিবে যাহাতে পরিষদের যাবতীয় নিম্নোক্ত প্রাপ্তিসমূহ জমা হইবেঃ-

(ক) পরিষদের নিজস্ব আয়;

(খ) সরকার হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোন বিদেশী সরকার,সংস্থা বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে অন্য যে কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(ঙ) পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত কোন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রবেশের জন্য টিকেটের বিক্রয়লব্ধ অর্থ, ফি বা অন্য কোন আদায়কৃত অর্থ;

(চ) পরিষদের স্থাপনা ব্যবহারের নিমিত্ত প্রাপ্ত লেভীর অর্থ;

(ছ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ;

(জ) অন্যান্য বৈধ প্রাপ্তিসমূহ।

(২) তহবিলের অর্থ পরিষদের নামে কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।

(৩) ক্রীড়া পরিষদ তহবিল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতনভাতা প্রদানসহ এমন সকল ব্যয়ের জন্য ব্যবহৃত হইবে যাহা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আবশ্যক এবং এই আইনের অধীন অনুরূপ বিধিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে ব্যয়ের পদ্ধতি অনুসৃত হইবে। তবে কার্যনির্বাহী কমিটির সভা বিলম্বিত হইলে অথবা পরবর্তী সভার পূর্ব পর্যন্ত পরিষদের চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

১৬। বার্ষিক বাজেট ঃ (১) পরিষদ প্রত্যেক অর্থ বৎসরে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ছকে ও নির্দিষ্ট দিবসের পূর্বে বার্ষিক বাজেট বিবরণী নামে পরবর্তী বৎসরের ব্যয় প্রাক্কলন এবং সরকারের নিকট হইতে উক্ত অর্থ বৎসরে যে পরিমাণ সম্ভাব্য অর্থ প্রয়োজন তাহা উল্লেখ করিয়া তিন প্রস্থ বিবরণী সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণী পরীক্ষার পর সরকার উক্ত বিবরণী পরিবর্তন করিয়া বা উহা অপরিবর্তিত রাখিয়া উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট যে পরিমাণ অনুদান পরিষদ আশা করিতে পারে ইহার পরিমাণ উল্লেখপূর্বক প্রতিবেদনটি ফেরত পাঠাইবে এবং তদনুসারে পরিষদ ইহার বাজেট সংশোধন করিবে।

১৭। হিসাব ও নিরীক্ষা ঃ

(১) পরিষদ বিধি মোতাবেক ইহার হিসাব সংরক্ষণ, বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী ও স্থিতিপত্রসমূহ হিসাবের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং হিসাবসমূহ নিরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করিবে;

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেইরূপ প্রতি বৎসর পরিষদের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন।

১৮। প্রতিবেদন ও বিবরণ ঃ

(১) সরকার সময়ে সময়ে যেইরূপ প্রতিবেদন, বিবরণী ও বর্ণনা পরিষদের নিকট চাহিবে, পরিষদ তাহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) পরিষদ প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্তির পর যথাশীঘ্র সম্ভব মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী এবং উক্ত অর্থ বৎসরের কর্মকান্ডের বিবরণ সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(৩) সরকার কর্তৃক গৃহীত নিরীক্ষিত হিসাব এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের অনুলিপি সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং সংসদে উত্থাপিত হইবে।

(৪) পরিষদ প্রতি অর্থবছরের কর্মকান্ডের উপর ভিত্তি করিয়া পরবর্তী অর্থবছরের প্রথমার্ধের মধ্যে একটি আর্থিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট উপস্থাপন করিবে।

১৯। সরকার কর্তৃক নির্দেশনা প্রদানের ক্ষমতা ঃ সরকার সময়ে সময়ে পরিষদের কর্মকান্ডের দক্ষ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে যেইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে, সেইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে এবং পরিষদ উক্ত নির্দেশনা মানিয়া চলিবে।

২০। তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা ঃ পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি তফসিলের অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে পারিবে। যাহা গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হইবে।